প্রথম আলো

তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে ১০ দফা সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানো, ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের জোরালো প্রয়োগ, শিক্ষকদের বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ ১০টি সুপারিশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (এআইবিএস)।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিষ্ঠান দুটির পক্ষ থেকে এসব সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। সুপারিশগুলো গত বছরের ৭ ও ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত 'উচ্চশিক্ষায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্ব' শীর্ষক সম্মেলনে উঠেছিল। সম্মেলনে দেশের ২২টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২০০ শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

> সুপারিশগুলো গত বছরের আগস্টে 'উচ্চশিক্ষায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্ব' শীর্ষক সম্মেলনে উঠেছিল। সম্মেলনে ২২টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো সব শিক্ষকেরই দাবি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও বিষয়ভিত্তিক বেতনকাঠামো ভিন্ন হয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা সম্ভব নয়। তবে শিক্ষকদের বেতন জাতীয় বেতনক্রমের মধ্যে থাকলেও তাঁদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ভালো শিক্ষকদের দেশে রাখতে বা বাইরে থেকে শিক্ষক আনতে হলে নির্দিষ্ট বেতনে সেটা সম্ভব না-ও হতে পারে।

উপাচার্য বলেন, এসব সুপারিশে মূলত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানে আরও আলোচনা সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানানো হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সুপারিশগুলো উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও এআইবিএসের সভাপতি অধ্যাপক গোলাম এম মাতবর। অন্য সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে—উচ্চশিক্ষা প্রশাসক নিয়োগে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে শক্তিশালী করা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালনা কমিটি ও উপাচার্যের ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের সংস্কৃতি চালু করা।